প্রধানমন্ত্রীরদপ্তর

বিশ্ব উদ্যোগ শীর্ষ সম্মেলনে(২০১৭) প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

Posted On: 29 NOV 2017 5:31PM by PIB Kolkata

আমরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহযোগিতায় বিশ্ব উদ্যোগ শীর্ষ সম্মেলন (জি.ই.এস.) ২০১৭-এর আয়োজন করতে পেরে আনন্দিত|

দক্ষিণ এশিয়ায় এবারই প্রথম এ ধরনের শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে| বিশ্বের উদ্যোগের বাস্তবতাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে প্রথম সারির বিনিয়োগকারী, উদ্যোগী, শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের একসঙ্গে নিয়ে আসে এই ধরনের আয়োজন|

এই আয়োজন শুধুমাত্র সিলিকন ভ্যালির সঙ্গে হায়দ্রাবাদের সংযুক্তিই ঘটাবে না,এর মধ্য দিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যেকার নিবিড় সংযোগও প্রদর্শিত হবে|উদ্যোগ ও উদ্ভাবনাকে উৎসাহ প্রদান করার ক্ষেত্রে আমাদের পারস্পরিক প্রতিশ্রুতিকেও গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরবে|

এ বছরের এই শীর্ষ সম্মেলনে যেসব বিষয় আলোচনা হবে তার মধ্যে রয়েছে,স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও জীবন বিজ্ঞান, ডিজিট্যাল অর্থ ব্যবস্থা ও আর্থিক প্রযুক্তি,বিদ্যুত ও পরিকাঠামো এবং প্রচার মাধ্যম ও বিনোদন| এই সব বিষয়গুলো মানব সমাজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট|

এবারকার জি.এ.এস. এর মূল ভাবনা “সবার সমৃদ্ধির জন্য মহিলারাই প্রথম”-এরজন্য স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে| ভারতীয় ভাবধারায় মহিলাদের শক্তির স্বরূপ অর্থাত শক্তিরদেবী বলে উল্লেখ করা হয়| আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের সমস্ত রকম উন্নয়নের জন্য নারী ক্ষমতায়ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ|

আমাদের ইতিহাসে অসাধারণ প্রতিভা ও দৃঢ়চেতা নারীদের উল্লেখ রয়েছে| খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর সময়ের এক মহিলা দার্শনিক গার্গী, তিনি একজন ঋষিকে দার্শনিক বিতর্কে আহ্বান জানিয়েছিলেন, যা সেই সময়ের জন্য এক অশ্রুত ঘটনা | রানি অহল্যাবাই হোলকার ও রানি লক্ষীবাই-এর মত আমাদের যোদ্ধা রানিগণ তাঁদের রাজত্ব রক্ষার জন্য সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছেন| আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামও এই ধরনেরঅনুপ্রেরণামূলক দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ|

ভারতীয় মহিলারা জীবনের বিভিন্ন পেশায় নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন| মঙ্গলগ্রহ পরিক্রমাকারী অভিযান সহ, আমাদের সমস্ত মহাকাশ কর্মসূচিতে মহিলা বিজ্ঞানীদের অপরিসীম অবদান রয়েছে| ভারতীয় বংশোদ্ভূত কল্পনা চাওলা ও সুনীতা উইলিয়ামস আমেরিকার মহাকাশ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছেন|

ভারতের সবচেয়ে পুরনো চারটি হাইকোর্টের মধ্যে তিনটিই এখন মহিলা বিচারপতিদের নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছে| আমাদের মহিলা খেলোয়াড়রা দেশকে গর্বিত করেছেন| এই হায়দ্রাবাদ শহরেরই সাইনা নেহওয়াল, পি.ভি. সিন্ধু, সানিয়া মির্জা ভারতের জন্য জয়মাল্য নিয়ে এসেছেন|

ভারতে তৃণমূল পর্যায়ের নীতি-নির্ধারণে মহিলাদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ ও শহুরে স্থানীয় সংস্থাগুলোতে আমরা মহিলাদের ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছি|

আমাদের কৃষি ও সহযোগী ক্ষেত্রগুলোতে ষাট শতাংশেরও বেশি কর্মী হচ্ছেন মহিলারাই| গুজরাটে দুগ্ধ সমবায় এবং শ্রী মহিলা গৃহ উদ্যোগ লিজ্জত পাপড় হচ্ছে বিশেষভাবে সফল ও বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত মহিলা পরিচালিত সমবায় আন্দোলনের উদাহরণ|

বন্ধুগণ,

এখানে এই বিশ্ব উদ্যোগ শীর্ষ সম্মেলনে পঞ্চাশ শতাংশেরও বেশি প্রতিনিধি হচ্ছেন মহিলা| আগামী দু ’ দিন ধরে আপনাদের সঙ্গে এমন অনেক মহিলার সাক্ষাত হবে, যারা তাঁদের নিজের জীবনের পেশায় ভিন্ন ধরনের দিক সূচিত করার সাহস দেখিয়েছেন| তাঁরা এখন মহিলা উদ্যোগীদের নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করছেন| আমি আশা করি যে, মহিলা উদ্যোগীদের কীভাবে আরও সহায়তা করা যায়,এই শীর্ষ সম্মেলনের আলোচনা সেদিকেই গুরুত্ব দেবে|

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ,

ভারত যুগ যুগ ধরেই উদ্ভাবনা ও উদ্যোগের জন্মভূমি| ভারতের প্রাচীন পুঁথি ‘ চরক সংহিতা ’ পৃথিবীর সামনে আয়ুর্বেদকে নিয়ে এসেছে| যোগ হচ্ছে এরকমই আরেকটি ভারতীয় উদ্ভাবনা| এখন প্রতিবছর ২১ জুন যোগ দিবস উদযাপনের জন্য গোটা পৃথিবী এগিয়ে আসে| প্রচুর উদ্যোগী এখন যোগ, অধ্যাত্মিকতা, ঐতিহ্যগত আয়ুর্বেদিক পণ্যের প্রচারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন|

বর্তমানে আমরা যে ডিজিট্যাল যুগে বাস করছি, তার মূল ভিত্তি হচ্ছে বাইনারি পদ্ধতি | আর এই বাইনারি পদ্ধতির মূল ভিত্তি ‘ শূন্যবা জিরো ’ র উদ্ভাবন ভারতে আর্যভট্ট-এর কাজের মাধ্যমে হয়েছে| একইরকমভাবে আধুনিক যুগের অর্থনৈতিক নীতি, কর পদ্ধতি ও জন অর্থনীতির নানা বিষয় আমাদের প্রচীন পুঁথি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের রূপরেখায় চিত্রিত|

প্রাচীন ভারতের ধাতুবিদ্যায় পারদর্শিতা সবার জানা| আমাদের অনেক বন্দর ও পোতাশ্রয় এবং প্রথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন জাহাজঘাটা ‘ লোথাল ’ আমাদের অসাধারণ বাণিজ্য সংযোগের প্রমাণই বহন করে| বিদেশের মাটিতে ভারতীয় নাবিকদের ভ্রমণের কাহিনী আমাদের পূর্বপুরুষদের উদ্যোগের মানসিকতা ও উৎসাহকেই প্রতিফলিত করে|

একজন উদ্যোগীকে চিহ্নিত করার প্রধান গুণাবলী কী কী?

একজন উদ্যোগী কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করেন| প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও একজন উদ্যোগী সুযোগ খুঁজে বের করেন| তারা ব্যবহারকারীর জন্য আরও সুবিধাজনক ও আরামদায়ক পদ্ধতি তৈরির চেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন| তাঁরা ধৈর্যশীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ| স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, প্রতিটি কাজকে তিনটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যেতে হয় — উপহাস,বিরোধিতা এবং তারপর স্বীকৃতি| যারা সময়ের চেয়ে অনেক আগে কিছু ভেবে থাকেন, তাদেরকে সবসময়ই ভুল বোঝা হয়ে থাকে| অধিকাংশ উদ্যোক্তাই এর সঙ্গে পরিচিত থাকবেন|

মানব সমাজের ভালোর জন্য ভিন্নভাবে ও সময়ের চেয়ে এগিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতাই একজন উদ্যোগীকে স্বতন্ত্র করে থাকে| আমি ভারতের নব প্রজন্মের মধ্যে সেই ক্ষমতাকেই দেখতে পাচ্ছি| আমি ৮০ কোটি সম্ভাব্য উদ্যোগীকে দেখতে পাচ্ছি, যারা বিশ্বকে একউন্নত স্থান তৈরির পথে কাজ করতে পারেন|

ভারতে স্মার্টফোনের ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০১৮ সালের মধ্যে ৫০ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে বলা হচ্ছে| মানুষের কাছে পৌঁছানো ও কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে এই বিষয়টি যেকোনো উদ্যোগের বৃদ্ধির জন্য দারুণ সম্ভাবনা প্রদান করছে|

আমাদের স্টার্ট-আপ কর্মসূচি হচ্ছে উদ্যোগকে লালন করার জন্য এবং উদ্ভাবনাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এক ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা| এর মধ্য দিয়ে পরিচালনগত ভার কমিয়েস্টার্ট-আপকে সহায়তা করা হচ্ছে| ১২০০-এর বেশি অপ্রয়োজনীয় আইন বাতিল করা হয়েছে,২১টি ক্ষেত্রের এফ.ডি.আই. ’ র জন্য ৮৭টি নিয়ম লাঘব করা হয়েছে এবং সরকারের বিভিন্ন পদ্ধতি এখন অনলাইনে করা হয়েছে|

আমাদের সরকার বাণিজ্যিক পরিবেশকে উন্নত করার জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে| এর ফলেই বিশ্ব-ব্যাঙ্কের বাণিজ্য সহজতার প্রতিবেদনে ভারতের স্থান গত তিন বছরে ১৪২ থেকে ১০০ তম স্থানে উঠে এসেছে|

আমরা আমদের বিভিন্ন সূচক যেমন নির্মাণ অনুমতি পাওয়া, ঋণ পাওয়া, সংখ্যালঘু বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষা, কর প্রদান, চুক্তি প্রয়োগ করা, অর্থশূন্যতা স্থির করাইত্যাদি ক্ষেত্রে উন্নতি করেছি|

এই প্রক্রিয়া এখনও সমাপ্ত হয়নি| এটা হচ্ছে এমন এক যুগ যখন আমরা ১০০তম স্থান নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারছি না| আমরা ৫০তম স্থানের দিকে ধাবিত হওয়ার চেষ্টা করছি|

আমরা উদ্যোগীদের দশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহজে অর্থ সহায়তা প্রদান করার জন্যমুদ্রা প্রকল্পের সূচনা করেছি | ২০১৫ সালে এর সূচনার পর থেকে এখন পর্যন্ত ৯ কোটিরও বেশি ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে, অর্থমূল্যে যা প্রায় ৪.২৮ লক্ষ কোটি টাকা| এর মধ্যে ৭কোটিরও বেশি ঋণ অনুমোদন করা হয়েছে মহিলা উদ্যোগীদের জন্য|

আমার সরকার “অটল উদ্ভাবনা মিশন”-এর সূচনা করেছে| আমরা ৯০০টিরও বেশি স্কুলে নানারকম মেরামতির গবেষণাগার খুলছি, যাতে ছেলেমেয়েদের মধ্যে উদ্ভাবনা ও উদ্যোগের সংস্কৃতিকে উৎসাহ দেওয়া যায়|

আমাদের “মেন্টর ইন্ডিয়া” উদ্যোগের সূচনা এক্ষেত্রেদক্ষদের তাদের এই মেরামতির গবেষণাগারের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পরামর্শ দেওয়া ওশেখানোর জন্য করা হয়েছে| এছাড়াও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ১৯টিইনকিউবেশন সেন্টার তৈরি করা হয়েছে| উদ্ভাবনামূলক স্টার্ট-আপ বাণিজ্যকে পরিমাপযোগ্যও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য এই কেন্দ্রগুলো কাজ করে যাবে|

আমরা আধারের সূচনা করেছি, যা বিশ্বের সর্ববৃহত বায়োমেট্রিক নির্ভর ডিজিট্যাল ডাটাবেস| এখন পর্যন্ত এর আওতায় ১১৫ কোটি মানুষ এসেছেন এবং প্রতিদিন ৪কোটিরও বেশি লেনদেনকে ডিজিট্যাল নির্ভর পদ্ধতিতে প্রামাণিকতা করা হচ্ছে| আমরা এখনআধার ব্যবহার করে প্রত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তরের মাধ্যমে সুবিধাপ্রাপকদের বিভিন্নধরনের সরকারি আর্থিক সুবিধা প্রদান করছি|

জনধন যোজনার মাধ্যমে ৩০ কোটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে, যেখানে জমা পড়েছে ৬৮৫ বিলিয়ন টাকা বা ১০ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি অর্থ| এর মধ্য দিয়ে আগে সমাজেরযে অংশ ব্যাঙ্কের আওতায় ছিলেন না, তাদেরকে প্রথাগত আর্থিক পদ্ধতিতে নিয়ে আসা হয়েছে| এর মধ্যে ৫৩ শতাংশ একাউন্টই হচ্ছে মহিলাদের|

আমরা কম নগদ অর্থনীতির দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছিএবং ভিম (বি.এইচ.আই.এম.) নামের এক ইউনিফায়েড পেমেন্ট ইন্টারফেস অ্যাপ-এর সূচনাকরেছি| এক বছরেরও কম সময়ে এই পদ্ধতি এখন প্রতিদিন ২৮০ হাজার লেনদেন করছে|

আমরা ‘ সৌভাগ্য প্রকল্প ’ চালু করেছি, যার সাহায্যে প্রতিটি গ্রামে বিদ্যুত সংযোগ দেওয়ার কর্মসূচি প্রায়শেষের পথে| এর মাধ্যমে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে সব পরিবারকেই বিদ্যুতপরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে|

আমরা ২০১৯ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সমস্ত গ্রামীণ এলাকায় হাই-স্পিডব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা দেওয়ার জন্যও একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছি|

আমাদের পরিচ্ছন্ন বিদ্যুত কর্মসূচির অধীনে শুধুমাত্র গত তিন বছরে আমরাআমাদের পুনর্নবীকরণ বিদ্যুতের ক্ষমতা ৩০ হাজার মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে৬০ হাজার মেগাওয়াট করেছি| গত বছরে সৌরবিদ্যুত উৎপাদনের ক্ষমতা ৮০ শতাংশেরও বেশিবৃদ্ধি পেয়েছে| আমরা একটি জাতীয় গ্যাস গ্রিড নির্মাণের জন্য কাজ করছি| একটি ব্যাপকজাতীয় বিদ্যুত নীতি গঠনের পথেও কাজ চলছে|

স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতার উন্নয়নে আমাদের স্বচ্ছ ভারত মিশন এবং গ্রামীণও শহুরে আবাস যোজনা অভিযান, মর্যাদাপূর্ণ জীবনের প্রতি আমদের প্রতিশ্রুতিকেইউল্লেখ করে|

সাগরমালা ও ভারতমালার মতো আমাদের পরিকাঠামো ও সংযোগকারী কর্মসূচিগুলিউদ্যোগীদের বিনিয়োগের জন্য অনেক বাণিজ্য-সুযোগ প্রদান করেছে|

আমাদের সাম্প্রতিক ‘ বিশ্ব খাদ্যভারত ’ উদ্যোগ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ওকৃষি ক্ষেত্রের অপচয় নিয়ে উদ্যোগীদের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করছে|

আমার সরকার অনুধাবন করে যে, উদ্যোগের বিস্তৃতির ক্ষেত্রে সবার জন্য স্বচ্ছনীতি ও আইনের শাসন প্রদানকারী পরিবেশের প্রয়োজন|

দেশজুড়ে পণ্য ও পরিষেবা কর চালু করে সম্প্রতি ঐতিহাসিক কর পদ্ধতি গ্রহণ করাহয়েছে| ২০১৬ সালে চালু হওয়া আমাদের অর্থশূন্যতা ও দেউলিয়া অবস্থার আইন (ইনসলভেন্সিএন্ড ব্যাংকরাপ্সি কোড) হচ্ছে সমস্যায় পড়া উদ্যোগের সময়মত সমাধান সুনিশ্চিত করারএক পদক্ষেপ| ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের এর থেকে বাদ দেওয়ার জন্য আমরা সম্প্রতি একে আরওউন্নত করেছি|

সমান্তরাল অর্থনীতি মোকাবিলা করা, কর ফাঁকি প্রতিরোধ করা এবং কালো টাকানিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে|

আমাদের এই প্রচেষ্টাকে স্বীকৃতি দিয়ে মুডি ’ জসম্প্রতি ভারতের সরকারি বন্ড রেটিংকে উন্নত করেছে| এই অগ্রগতি প্রায় ১৪ বছর পরহয়েছে|

বিশ্বব্যাংকের লজিস্টিক পারফরম্যান্স সূচকে ভারতের স্থান ২০১৪ সালের ৫৪তমস্থান থেকে এগিয়ে ২০১৬ সালে ৩৫তম স্থানে এগিয়ে এসেছে| এর মাধ্যমে কোনো দেশ থেকেপণ্য আমদানি বা রফতানির ক্ষেত্রে সহজতা ও দক্ষতা চিহ্নিত হয়|

একটি বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশকে ম্যাক্রো-অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্থিতিশীলকরা প্রয়োজন| আমরা রাজকোষ ও চলতি খাতে ঘাটতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং মুদ্রাস্ফীতিকমাতে সফল হয়েছি| আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ৪০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছেএবং আমরা বড় আকারের বৈদেশিক তহবিলের প্রবাহকে আকৃষ্ট করে যাচ্ছি|

ভারতের যুব উদ্যোগীদের প্রতি আমি বলব:- ২০২২ সালের মধ্যে এক নবভারতের নির্মাণে আপনারা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু মূল্যবান অবদান রাখতে পারেন|আপনারা ভারতের পরিবর্তনের বাহন এবং রূপান্তরের হাতিয়ার|

বিশ্বে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা আমার উদ্যোগী বন্ধুদের প্রতি আমি বলব:-আসুন, ভারত ও বিশ্বের জন্য —‘ ভারতেনির্মাণ করুন ও ভারতে বিনিয়োগ করুন ’ (‘ মেকইন ইন্ডিয়া ’ ও ‘ ইনভেস্টইন ইন্ডিয়া ’)| আমি আপনাদের প্রত্যেককে ভারতেরবিকাশের কাহিনীতে অংশীদার হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি| এবং আরও একবার আমাদেরআন্তরিক ও ঐকান্তিক সহযোগিতার নিশ্চয়তা দিচ্ছি|

আমি জানতে পেরেছি যে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প নভেম্বর ২০১৭-কে ‘ জাতীয়উদ্যোগী মাস ’ হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন| আমেরিকাও ২১নভেম্বরকে ‘ জাতীয় উদ্যোগী দিবস ’ হিসেবে পালন করছে| এই শীর্ষ সম্মেলন অবশ্যই সেই ভাবনাকে অনুরণিত করবে| এই শীর্ষসম্মেলনে ফলপ্রসূ, চিত্তাকর্ষক ও কার্যকর আলোচনার আশা প্রকাশ করে আমি আমার ভাষণসমাপ্ত করছি|

আপনাদের ধন্যবাদ|

(Release ID: 1511248) Visitor Counter : 3